# জবিতে ভয়াবহ সেশনজট

এম মামুন হোসেন

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভয়াবহ সেশনজট বিরাজ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সব শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা কম-বেশি ২ বছরের সেশনজটে পড়েছে। পরীক্ষা সময়মতো না হওয়া আর রেজাল্ট প্রকাশে শিক্ষকদের অনীহা ও দীর্ঘসূত্রতা জটের প্রধান কারণ। দীর্ঘ সেশনজটে শিক্ষার্থীরা ভুগছে মানসিক যন্ত্রণায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি অনুষদের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, সর্বোচ্চ ৯০ দিনের মধ্যে রেজাল্ট প্রকাশের বিধান থাকলেও ৯ মাসেও রেজাল্ট প্রকাশ করতে পারছে না কর্তৃপক্ষ। ছয় মাস আগে ২০০৩-০৪ সেশনের শিক্ষার্থীদের তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এখনো রেজাল্ট প্রকাশ করেনি কর্তৃপক্ষ। এদিকে ২০০২-০৩ সেশনের শিক্ষার্থীদের ২০০৬ সালের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার রুটিন এখনো দেয়া হয়নি। অনেক আগেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের একই শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীরা পাস করে বেরিয়ে গেছে। ২০০১-০২ সেশনের অনার্সের ফাইনাল ইয়ারের শিক্ষার্থীরা ২০০৫ সালের পরীক্ষা দিয়েছে ২০০৭ সালে। গত বছরের ১৭ জুলাইয়ে মধ্য পরীক্ষা নেয়া শেষ হয় এবং দীর্ঘ সাড়ে ৯ মাস পর রেজাল্ট প্রকাশ করে। এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের এক কর্মকর্তা বলেন, রেজাল্ট প্রকাশে বিলম্বের কারণে দিন দিন সেশনজট বেড়ে চলছে। এর পেছনে কারণ হিসেবে তিনি বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী পরীক্ষার খাতা দুজন ,এক্সটারনাল দিয়ে নিরীক্ষা করাতে হয়। এক্সটারনালরা খাতাটি মূল্যায়ন করতে বেশ সময় নিয়ে থাকেন। এছাড়া রেজাল্ট তৈরিতে কম্পিউটার প্রযুক্তি ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। ফলে রেজাল্ট তৈরিতে বিলম্ব

- সময়মতো পরীক্ষা গ্রহণ করা হচ্ছে না
- ৯০ দিনের মধ্যে রেজাল্ট প্রকাশের বিধান মানছে না কর্তৃপক্ষ

হয়ে থাকে। সেশনজট আর শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য ২০০৫-০৬ সেশন থেকে বিশ্ববিদ্যালয়টিতে সেমিস্টার সিস্টেম চালু করা হয়। ৬ মাসের সেমিস্টার ৯ মাসে শেষ হচ্ছে না বলে সেমিস্টার সিস্টেমের সুফল পাচ্ছে না শিক্ষার্থীরা। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, বছরে দুটি সেমিস্টার। ৬ মাসের মধ্যে ক্রেডিট আওয়ার শেষ করে মিডটার্ম ও ফাইনাল পরীক্ষা শেষে এ সময়ের মধ্যেই রেজাল্ট প্রকাশ করার নিয়ম। কিন্তু বাস্তব চিত্র হলো ২০০৬-০৭ সেশনের দ্বিতীয় সেমিস্টারের শিক্ষার্থীদের ৬ মাসের সেমিস্টার আট মাসে শেষ করছে।

সেমিস্টারের শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, আমাদের ভর্তি হওয়ার পর ওরিয়েন্টেশনের সময় বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ চার বছরের কোর্স, সেশনজটমুক্ত হয়ে চার বছরেই শেষ করার ঘোষণা দেন। কিন্তু এখন কর্তৃপক্ষের অবহেলায় আমাদের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন শিক্ষক বলেন, সেমিস্টার সিস্টেম চালু করলেও সব ডিপার্টমেন্টে কেন্দ্রীয়ভাবে পরীক্ষা গ্রহণ এবং রেজাল্ট প্রকাশ করায় সেশনজট বাড়ার আরেকটি অন্যতম কারণ। গত সপ্তাহে '৮ সেমিস্টার ৮ বছর, বিয়ে করবো কোন বছর' স্লোগান লিখে সময়মতো পরীক্ষা ও রেজাল্ট প্রকাশের দীর্ঘসূত্রতার জন্য প্রতিবাদ জানায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমিস্টারের শিক্ষার্থীরা।

এ ব্যাপারে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর জহুরুল ইসলাম যায়যায়দিনকে বলেন, লোকবল সঙ্কট ও ছাত্রসংখ্যা বেশি হওয়ায় এমনটা হচ্ছে। ভবিষ্যতে ৯০ দিনের মধ্যেই রেজাল্ট প্রকাশ করা সম্ভব হবে। তিনি আরো বলেন, প্রথম পরীক্ষক খাতা দেখা শেষ করলে সেটি পর্যায়ক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরীক্ষক দেখেন। তাদের কেউ কেউ সময়ক্ষেপণ করায় গোটা প্রক্রিয়াটি ঝুলে যায়। এছাড়া সাবেক কলেজের ছাত্রদের বিভিন্ন ইয়ারের রেজাল্ট জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকায় রেজাল্ট প্রকাশ করতে দীর্ঘ সময় লাগছে। সময়মতো সেমিস্টার শেষ না করতে পারার কথা স্বীকার করে তিনি বলেন, সনাতন পদ্ধতির শিক্ষার্থীরা পাস করে বের হয়ে গেলেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।